বাংলার ছোটগল্প

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড শুরু করেছি বিশেষ প্রতিভাধর, অসামান্য শক্তিমান, কালজয়ী কথাকোবিদ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। থেমেছি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ে এসে।

শরদিন্দুর একটিমাত্র গল্পে কি তৃপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব? মনে পড়ছে তাঁর 'রক্তমুখী নীলা', 'আংটি', 'অমিতাভ'-র মতো অনবদ্য গল্পগুলির কথাও।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর প্রধান পরিচয় পণ্ডিত, গবেষক এবং সুপ্রাবন্ধিক হিসেবেই। যদিও বেশ কয়েকটি নাটক ও একাধিক উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। বিশেষ করে চমৎকার কিছু গল্পের স্রষ্টা হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। তাঁর লেখা 'ভিক্ষুক-কুকুর-সংবাদ', 'গাধার আত্মকথা', 'হাতুড়ি' প্রভৃতি অসামান্য ব্যঙ্গাত্মক গল্পগুলির কথা ভোলা যায় না।

এই সঙ্গে মনে পড়ছে শৈলজানন্দের (মুখোপাধ্যায়) 'টিনের গাড়ী', 'ভুতুড়ে খাদ'; মনোজ বসুর 'নরবাঁধ', 'বন্যা', 'দুঃখ', 'মানুষ', 'অমানুষ', 'রাজবন্দী', 'চোর', 'নবাববাড়ি', 'বনমর্মর'; শিব্রাম চক্রবর্তীর 'কল্কে কাশির কাণ্ড', 'আপনি কী হারাইতেছেন, আপনি জানেন না', 'হর্ষবর্ধন অদৃশ্য হন'; জরাসন্ধের ব্যাঙ'; মণীশ (যুবনাশ্ব) ঘটকের 'কালনেমি', 'স্বপ্ন', 'রাজিন্দর' ইত্যাদি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প তো অসংখ্য। 'মেথর-ধাঙড়', 'মুচি হয়ে শুচি হয়', 'হাড়ি-মুচি-ডোম', 'হাড়ি-হাজরা', 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'নীরব কবি', 'কালনাগ', 'ট্যাক্সি', 'হাড়', 'নূরবানু', 'বাঁশবাজি', 'অরণ্য', 'প্রাচীর প্রান্তর', 'বিবাহিতা', 'অকাল বসন্ত', 'উপজীবিকা', 'সদ্যসূর্যোদয়', 'মুচি', 'চিতা', 'স্বাক্ষর', 'টুটাফুটা', 'কাক', 'যশোমতী', 'ধনধান্য', 'একরাত্রি', 'বস্ত্র' ইত্যাদি গল্প সমকালের এক-একটা ঐতিহাসিক দলিল।

এ-ছাড়াও মনে পড়ছে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'সিগারেটের টুকরো', 'আষাঢ়ে গল্পের নমুনা', 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', 'ছন্নছাড়া'; প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিরুদ্দেশ', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সাগর সংগম', 'সংক্রান্তি', 'ভবিষ্যতের ভার', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী,' 'শুধু কেরাণী,' 'স্টোভ', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার,' 'মহানগর', 'গল্প', 'হয়তো' প্রভৃতি অনবদ্য গল্পগুলির কথা।

মুজতবা আলীর 'পাদটীকা'; প্রবোধকুমার সান্যালের 'গুহায় নিহত', 'অবৈধ,' 'হরপার্বতী সংবাদ', 'তুচ্ছ', 'ছিছি', 'মোহানা', 'প্রেতিনী', মুক্তিস্নান', 'ক্যামেরাম্যান', 'ঐতিহাসিক', 'বিষ', 'বৈয়াকরণ'; সতীনাথ ভাদুড়ীর অপরিচিতা,' 'ঈর্ষা', 'অজা-গড়', 'তলানির স্বাদ,' 'রোগী', 'দিগভ্রান্ত', 'একচক্ষু', 'পত্রলেখার বাবা', 'ডাকাতের মা', 'মুষ্টিযোগ', 'গণনায়ক' ইত্যাদি অসামান্য সৃষ্টি।

অজস্র কালজয়ী ছোটগল্পের রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে 'টিচার', 'শিপ্রার অপমৃত্যু', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'হারাণের নাতজামাই', 'মাসিপিসি', 'শিল্পী', 'মেজাজ', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'বাগদীপাড়া দিয়ে', 'দুঃশাসনীয়', 'সর্পিল', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'শৈলজ শিলা', 'হলুদপোড়া', 'গুণ্ডামী', 'কংক্রীট', একান্নবর্তী', 'আজকাল পরশুর গল্প'-গুলি তো চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসুর 'ঘরেতে ভ্রমর এলো', 'রজনী হলো উতলা', 'সার্থকতা', 'ফেরিওয়ালা', 'হৃদয়ের জাগরণ', 'আদর্শ', 'সুন্দরের জন্ম' গল্পগুলি সমকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। জনপ্রিয়তা পেয়েছিল স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের 'হাতেখড়ি'-ও।

লীলা মজুমদারের 'মহালয়ার উপহার' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য। আশাপূর্ণা দেবী মূলতঃ ঔপন্যাসিক হলেও অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর গল্পও রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'বিপন্ন সুখ', 'জানা ছিল না', 'ইস্পাতের পাত', 'নির্দায়', 'মলাটের সুখ', 'শাস্তি', 'তাসের ঘর', 'মাটির পৃথিবী', 'অনাচার', 'বন্দিনী', 'হারজিৎ', 'নিখাদ', 'সব জাতি', 'আহত ফণা', 'ইজ্জত', 'অভিনেত্রী', 'আত্মহত্যা', 'ছিন্নমস্তা', 'পৃথিবী চিরন্তনী', 'নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য' ইত্যাদি।

সোমনাথ লাহিড়ীর 'আইনের তালিম', 'সম্পত্তি', 'কামরু আর জোহরা'; সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্', 'পরশুরামের কুঠার', 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'জতুগৃহ', 'অলীক', 'কর্ণফুলির ডাক', 'চতুর্ভুজ ক্লাব', 'ভাটতিলক রায়', 'কৌন্তেয়', 'অযান্ত্রিক'-এর কথা কি ভোলা যায়?

হাসিরাশি দেবীর 'বনান্তরাল', বিমল মিত্রের 'রাণীসাহেবা', 'পুরুষমানুষ', 'আমেরিকা', 'জেনানা সংবাদ', 'সাতাশে শ্রাবণ', 'লজ্জা হরণ', 'পুতুলদিদি', 'বাদশাহী', 'ঘরন্তী'; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'তারিণীর বাড়ি বদল', 'খাল পোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', 'হিংসা', 'এক অঙ্কের নাটক', 'সামনে চামেলি', 'বুনোওল', 'ছোটলোক', 'ছিদ্র', 'সমুদ্র', 'শালিখ কি চড়ুই', 'বনের রাজা', 'বিষ', 'চোর', 'গিরগিটি', কমলকুমার মজুমদারের 'জল', 'তেইশ', 'তাহাদের কথা', 'লুপ্ত পূজাবিধি', 'মতিলাল পাদরী'; সুশীল রায়ের 'রাজা'; হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সাপিনী', অভিনেত্রী'-র মতো বিখ্যাত গল্পগুলিকে গ্রহণ করতে পারিনি, তারও থেকে অধিক ভালো এঁদের একটি করে গল্প পূর্বেই নির্বাচন করে ফেলেছি বলে।

তৃপ্তির মাঝে এমন অতৃপ্তির রেশ নিয়েই শেষ হয়েছে তৃতীয় খণ্ডটি। এই খণ্ডে গল্পের সংখ্যা ৪০। সময়সীমা ১৮৯৯ থেকে ১৯১৬।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব** ঃ তার **জন্ম** ও **উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা।

আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমিসমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, **সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা**-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে-পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি; **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু-স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী **দাঙ্গা** তথা **'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'** আর ঠিক তারপরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা', বার বার** বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন **প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ** সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন'**, 'শাস্ত্রবিরোধী **সাহিত্য আন্দোলন**,' **'এই দশক'**, 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', **'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের **কাছে** সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের **সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত** হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

শ্রীরামপুর
বইমেলা ২০০২

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	অচিন পাখি	১১
নজরুল ইসলাম	ব্যথার দান	২৬
জীবনানন্দ দাশ	মেয়েমানুষ	৩৮
সজনীকান্ত দাস	পান্নালাল	৫০
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	রেশ	৬০
প্রমথনাথ বিশী	লবঙ্গীয় উন্মাদাগার	৬৩
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	আমাদের অনন্ত	৬৮
মনোজ বসু	খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি	৭৭
শিব্রাম চক্রবর্তী	অথ আয়োডিন ঘটিত	৮৬
জরাসন্ধ	রাম-বিভ্রাট	৯২
গোপাল হালদার	পয়লা আষাঢ়	৯৬
মণীশ ঘটক	কালনেমি	১০৭
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	মেথর-ধাঙড়	১১১
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	সন্ধ্যা হয়ে আসে	১২১
প্রেমেন্দ্র মিত্র	সংসার সীমান্তে	১২৭
মুজতবা আলী	নেড়ে	১৩৯
অন্নদাশঙ্কর রায়	বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি	১৪৩
প্রবোধকুমার সান্যাল	অঙ্গার	১৫১
সতীনাথ ভাদুড়ী	ধস	১৬৪
অমরেন্দ্র ঘোষ	মা	১৭৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	মহাসংগম	১৮৪
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	পোস্টার	১৯২
বুদ্ধদেব বসু	প্রথম ও শেষ	১৯৮
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	জ্যোতিষী	২২৪
লীলা মজুমদার	পাড়ার মধ্যে	২৩৬
আশাপূর্ণা দেবী	সীমারেখার সীমা	২৪০
সোমনাথ লাহিড়ী	১৯৪৩	২৪৭
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	ঢেউ	২৬৫
সুমথনাথ ঘোষ	অপমান	২৭১
সুবোধ ঘোষ	ঠগিনী	২৭৭
আশালতা সিংহ	সুরের মায়া	২৮৬

নীহাররঞ্জন গুপ্ত	পদ্মদহের পিশাচ	২৯১
হাসিরাশি দেবী	মরু-তৃষা	৩০১
বিমল মিত্র	নীলনেশা	৩১০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	বনের রাজা	৩২২
কমলকুমার মজুমদার	নিম অন্নপূর্ণা	৩৩৬
সরোজ দত্ত	বাঘের বাচ্চা	৩৫৩
প্রতিভা বসু	প্রতিভূ	৩৫৭
সুশীল রায়	সন্ধ্যামালতী	৩৬৭
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	বাঈজী	৩৭৩

অচিন পাখি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যোমকেশ ও আমি গত ফাল্গুন মাসে বীরেনবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে দু'দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। শহরটি প্রাচীন এবং নোংরা। কলিকাতা হইতে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। ট্রেন বদল করিতে না হইলে আরও কম সময়ে যাওয়া যাইত।

বীরেনবাবুর সহিত আমাদের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা। তিনি কলিকাতায় পুলিস কর্মচারী ছিলেন। বহুবার বহু সূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। বছর দুই আগে অবসর লইয়া এই শহরে বাস্তভিটায় বাস করিতেছেন। কন্যার বিবাহে আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ব্যোমকেশেরও হাতে কাজ ছিল না। তাই বিবাহের দিন পূর্বাহ্নে আমরা বীরেনবাবুর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম।

বিয়ে-বাড়িতে যথাবিহিত কর্মতৎপরতা ও হৈ হৈ চলিতেছে, সানাই বাজিতেছে। বীরেনবাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন এবং একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা ; বরাযাত্রীদের জন্য যথারীতি সাজানো। কিন্তু বর ও বরযাত্রীরা স্থানীয় ব্যক্তি, তাহারা সন্ধ্যার পর আসিবে। উপস্থিত ঘরটি খালি রহিয়াছে।

আমরা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলাম। চা জলখাবার আসিল। বীরেনবাবু আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে একটু উস্‌খুস্ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি কন্যাকর্তা, আজকের দিনে আপনি বসে আড্ডা মারলে চলবে কি করে? যান, কাজকর্ম করুন গিয়ে।'

বীরেনবাবু একটু অপ্রতিভভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছেন এমন সময় ঘরের বাহিরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কই হে বীরেন, মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করলে দেখতে এলাম।'

'এই যে দাদা!' বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন—'ভালই হল আপনি এসে পড়েছেন। এঁরা আমার দুই বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন। নাম জানেন নিশ্চয়ই, আমাদেরই দলের লোক। ইনি হলেন স্বনামধন্য ব্যোমকেশ বক্সী, আর উনি সুলেখক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'নাম শুনেছি বৈকি।' বলিয়া ভদ্রলোক আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণায়ত দৃষ্টিপাত করিলেন।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'ইনি হচ্ছেন নীলমণি মজুমদার। পুলিশের নামজাদা অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন।'

আমরাও ভদ্রলোককে দেখিলাম। গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা ; বয়স বোধ করি ষাটের উর্ধ্বে কিন্তু শরীর বেশ দৃঢ় আছে ; পিঠের শিরদাঁড়া তাঁহার হাতের লাঠির মতই শক্ত এবং ঋজু। মুখ দেখিয়া মনে হয় জবরদস্ত রাশভারী লোক। গলার স্বর গম্ভীর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসতে আজ্ঞা হোক।'

নীলমণি মজুমদার লাঠিসুদ্ধ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন এবং আমাদের মুখোমুখি হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বীরেনবাবু বলিলেন, 'নীলমণিদা, আপনারা তাহলে গল্পসল্প করুন, আমি একটু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি প্রস্থান করুন। কেবল চাকরকে বলে দেবেন যেন তামাক দিয়ে যায়। গড়গড়া দু'টো নিষ্কর্মার মত হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।'

বীরেনবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ নীলমণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারও কি আদি নিবাস এই শহরে?'

নীলমণিবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু সে-সব গেছে। রিটায়ার করে বুড়ো বয়সে কোথায় যাব, তাই এখানেই আছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন আছেন বুঝি?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আত্মীয়-স্বজন আমার কেউ নেই। বিবাহ করিনি, সারা জীবন কেবল কাজই করেছি। পুলিসের কাজে একটা মোহ আছে ; আমি আমার কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর যখন রিটায়ার করলাম, তখন এই শহরেই রয়ে গেলাম। এই শহরটার সঙ্গে আমার একটা নাড়ির যোগ আছে ; প্রথম যখন সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে পুলিসে ঢুকেছিলাম, তখন এই শহরেই পোস্টেড হয়েছিলাম। আবার রিটায়ার করলাম এই শহর থেকেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'শহরটার ওপর মায়া পড়ে গেছে আর কি। কতদিন রিটায়ার করেছেন?'

'সাত বছর।'

এই সময় ভৃত্য আসিয়া দুই ছিলিম তামাক দু'টি গড়গড়ার মাথার উপর বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

নীলমণিবাবু একটি গড়গড়ার নল হাতে লইলেন, অন্যটি লইল ব্যোমকেশ। কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান চলিল। উৎকৃষ্ট তামাক ; ধূম-গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশকে প্রথমে দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় পাইয়া অনেকেই তাহাকে পরম কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। নীলমণিবাবুও তামাক টানিতে টানিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিরীক্ষণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ভক্ত-সুলভ পুলক-বিহ্বলতা একেবারেই ছিল না ; বরং তিনি যেন চক্ষু দিয়া ব্যোমকেশকে তৌল করিতেছিলেন, ব্যোমকেশের খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য আছে তাহাই ওজন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নীলমণিবাবু বুদ্ধিজীবী পুলিস কর্মচারী ছিলেন, স্বচক্ষে দেখিয়া মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা তাঁহার কাজ ছিল ; পরের মুখে ঝাল খাইবার লোক তিনি নন। তাই ব্যোমকেশকে তিনি নিজের বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে চান।

অবশেষে গড়গড়ার নলটি মুখ হইতে সরাইয়া তিনি যখন কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কথার মধ্যেও এই প্রচ্ছন্ন অনুসন্ধিৎসা বক্রভাবে প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে নিয়ে লেখা রহস্য কাহিনীগুলি সবই আমি পড়েছি। লক্ষ্য করেছি, সব সমস্যাই আপনি সমাধান করেছেন। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, আপনি কি কখনো কোনো রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটনে অকৃতকার্য হননি? কখনো কি ভুল করেননি?'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া সবিনয়ে হাসিল। বলিল, 'কখনো ভুল করিনি এত বড় বলার স্পর্ধা আমার নেই। নীলমণিবাবু, আমি সত্যান্বেষী। ভুল-ভ্রান্তি অনেক করেছি ; এমনও অনেকবার হয়েছে যে অপরাধীকে ধরতে পারিনি। কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইনি এমন বোধ হয় কখনো হয়নি। অবশ্য বলতে পারেন আমি ক'টা রহস্যই বা পেয়েছি। আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি রহস্য ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন আপনি। আপনি যতদিন

চাকরিতে ছিলেন প্রত্যহ দু'চারটে ছোট-বড় কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। আমাকে যদি তাই করতে হত, আমারও অসংখ্য কেস অমীমাংসিত থেকে যেত সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশের উত্তর শুনিয়া নীলমণিবাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে হইল। তিনি তখন আবার কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠতার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, পুলিসের কাজে অনেক ঝামেলা। চুনোপুঁটির কারবারই বেশি, রুই-কাৎলা কদাচিৎ মেলে। আবার মজা জানেন, ওই চুনোপুঁটিগুলোকেই ধরতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, রুই-কাৎলা ধরা খুব শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। ডাক্তারেরা বলেন শক্ত রোগের ওষুধ আছে, সর্দি-কাশি সারানোই কঠিন। তা—আপনার চারে যে-ক'টি রুই-কাৎলা এসেছে তাদের সকলকেই আপনি খেলিয়ে ডাঙায় তুলেছেন নিশ্চয়।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাতের নলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তারপর ব্যোমকেশের দিকে একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, 'সব মাছই ডাঙায় তুলেছি ব্যোমকেশবাবু, কেবল একটি বাদে। আমার পুলিস-জীবনের শেষ বড় কেস। এই শহরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু কিনারা করতে পারলাম না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আসামী কে তা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ পেলেন না?'

নীলমণিবাবু ঈষৎ দ্বিধাভরে বলিলেন, 'একটা লোককে পাকা রকম সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তার অ্যালিবাই ভাঙতে পারলাম না। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সত্যিকার আসামী যে কে সে সম্বন্ধে ধোঁকা আর কাটল না।'

'হুঁ', বলিয়া ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে নল লইল এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়া টানিতে লাগিল। নীলমণিবাবু ব্যোমকেশের উপর চক্ষু স্থির রাখিয়া গড়গড়ায় একটি লম্বা টান দিলেন, তারপর নল রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনি গল্পটা শুনবেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল, 'বেশ তো , বলুন না। ভারি চমকপ্রদ গল্প হবে মনে হচ্ছে।'

'চমকপ্রদ কিনা আপনি বিচার করবেন। আমি যা-যা জানি সব আপনাকে বলছি। হয়তো আপনি আসামীকে সনাক্ত করতে পারবেন।' বলিয়া নীলমণিবাবু একটু হাসিলেন।

ইহা শুধু গল্প শুনাইবার প্রস্তাব নয়, ইহার অন্তরালে একটি চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে। নীলমণিবাবু যেন ব্যোমকেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—এস দেখি, তোমার কত বুদ্ধি প্রমাণ কর।

ব্যোমকেশ কিন্তু রণাহ্বান গায়ে মাখিল না, হাসিয়া বলিল, 'আরে না না, আপনার মত অভিজ্ঞ পুলিস কর্মচারী যার কিনারা করতে পারেনি, আমার দ্বারা কি তা হবে? তবে গল্প শোনার কৌতূহল আছে। আপনি বলুন।'

আমরা নীলমণিবাবুর কাছে সরিয়া আসিয়া বসিলাম। তিনি পকেট হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া এক চিমটি জর্দা মুখে দিলেন। পান নয়, শুধু জর্দা। ইহাই বোধ হয় তাঁহার আসল নেশা।

তিনি গলা ঝাড়া দিয়া গল্প আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছেন, বীরেনবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'আর এক দফা চা হবে নাকি? মধ্যাহ্ন ভোজনের এখনো বিস্তর দেরি। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুক চা। এবং সেই সঙ্গে আর এক প্রস্থ তামাক।'

সম্মুখে চায়ের পেয়ালা এবং বাঁ হাতে গড়গড়ার নল লইয়া আমরা বসিলাম। নীলমণি মজুমদার তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

রিটায়ার করিবার বছর তিনেক আগে নীলমণিবাবু এই জেলার সদর থানার কর্তা হইয়া আসেন। তাঁহার তিনটি প্রধান গুণ ছিল ; যে-বুদ্ধি থাকিলে তদন্তকর্মে কৃতকার্য হওয়া যায় সে-বুদ্ধি তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল ; তিনি অতিশয় কর্মঠ ছিলেন ; এবং তিনি ঘুষ লইতেন না। শহরটা পুলিস সেরেস্তায় দাগী শহর বলিয়া পরিচিত ছিল ; খুন-জখম এবং আরও নানা প্রকার অবৈধ ক্রিয়াকলাপ এখানে লাগিয়া থাকিত। নীলমণিবাবু পূর্ব হইতে এ শহরের সহিত পরিচিত ছিলেন, শহরের ধাত জানিতেন। তিনি আসিয়া দৃঢ় হস্তে শাসনের ভার তুলিয়া লইলেন।

বছর দেড়েক কাটিয়া গেল। নীলমণিবাবুর সতর্ক শাসনে শহর অনেকটা শান্ত-শিষ্ট ভাবে আছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল হপ্তায় দু'একবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রে সাইকেলে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। শহরের একটা অংশ ছিল বিশেষভাবে অপরাধপ্রবণ ; তাহারই অন্ধকার অলিগলিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; পাহারাওয়ালারা নিয়মিত রোঁদ দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার সাইকেলে আলো থাকিত না ; সঙ্গে থাকিত পিস্তল এবং একটি বৈদ্যুতিক টর্চ। প্রয়োজন হইলে টর্চ জ্বালিতেন।

যে-রাত্রির ঘটনাটা লইয়া এই কাহিনীর আরম্ভ সে-রাত্রে নীলমণিবাবু সাইকেল চড়িয়া যথারীতি বাহির হইয়াছেন। নিষুতি রাত, কোথাও জনমানব নাই, রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। ভদ্র পাড়া যেখানে অভদ্র পাড়ার সঙ্গে মিশিয়াছে সেইখানে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা কয়েকটা পুরাতন বাড়ি আছে। বাড়িগুলি জীর্ণ, আম-কাঁঠালের গাছগুলি বর্ষীয়ান। পূর্বে বোধ হয় এই স্থান ভদ্রপল্লীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ভদ্রপল্লী ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া গিয়াছে ; ক্ষয়িষ্ণু বাড়িগুলি দুই পক্ষের মাঝখানে সীমানা রক্ষা করিতেছে। এখানে যাহারা বাস করে তাহাদের সামাজিক অবস্থাও ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী।

মন্থর গতিতে সাইকেল চালাইয়া এই পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নীলমণিবাবু দেখিলেন, সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে কয়েকজন লোক একটি মাচার মত বস্তু কাঁধে লইয়া একটি বাড়ির ফটক হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক।

নীলমণিবাবু জোরে সাইকেল চালাইলেন ; কাছাকাছি আসিয়া বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া লোকগুলার মুখে ফেলিলেন, উচ্চকণ্ঠে হুকুম দিলেন, 'দাঁড়াও।'

চারজন লোক ছিল ; তাহারা একসঙ্গে কাঁধ হতে মাচা ফেলিয়া পলায়ন করিল, মুহূর্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু অদৃশ্য হইবার পূর্বে একজনের মুখ নীলমণিবাবু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন ; সে ওই বাড়ির মালিক সুরেশ্বর ঘোষ।

পলাতকেরা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে, নীলমণিবাবু তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি মাচার নিকট গিয়া সাইকেল হইতে নামিলেন, এবং মাচার উপর টর্চের আলো ফেলিলেন।

মাচা নয়, মড়া বহিবার চালি। তাহাতে বাঁধা-ছাঁদা অবস্থায় পড়িয়া আছে একটি স্ত্রীলোকের দেহ। স্বাস্থ্যবতী সধবা যুবতী, দেহে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নাই ; কিন্তু মৃত।

নীলমণিবাবু হুইসল্ বাজাইলেন। একজন পাহারাওয়ালা কনস্টেবল কাছেপিঠে ছিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিল। প্রতিবেশীরাও ঘুম ভাঙিয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইল।

প্রতিবেশীরা সকলেই মৃতদেহ সনাক্ত করিল ; সুরেশ্বরের স্ত্রী হাসি। বাড়িতে অন্য কেহ থাকে না, কেবল সুরেশ্বর ও তাহার স্ত্রী হাসি।

নীলমণিবাবু কনষ্টেবলকে থানায় রওনা করিয়া দিলেন, তারপর দু'জন প্রতিবেশীকে লইয়া বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন। বাড়িটি একতলা হইলেও আকারে ছোট নয়, ছয়খানি ঘর। কিন্তু অধিকাংশ ঘরই ব্যবহার হয় না। দুইটি ঘরে ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে